ইউকিও হাতোয়ামা জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী

ইউকিও হাতোয়ামা জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। বুধবার পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত হন। লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এলডিপি) ৫০ বছরের নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে গুঁড়িয়ে গত মাসের সাধারণ নির্বাচনে তার ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব জাপান (ডিপিজে) ক্ষমতায় আসে। নির্বাচনে ডিপিজে পার্লামেন্টের ৪৮০টি আসনের মধ্যে ৩০৮টি আসন লাভ করে। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পরপরই হাতোয়ামা নতুন মন্ত্রিপরিষদের নাম ঘোষণা করেন। সাবেক লিবারেল ডেমোক্র্যাট, স্যোশালিস্ট ও তরুণ কট্টরপন্থীদের নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ মন্ত্রিসভা গড়ার চেষ্টা করেছেন তিনি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নাম ঘোষণা করেছেন ডিপিজে নেতা কাতসুয়া ওকাদাতাকে। অর্থমন্ত্রী করেছেন হিরোহিশা ফুজিকে। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার পর নতুন প্রজন্মের এই প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার অঙ্গীকার করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখারও ঘোষণা দেন তিনি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি তার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করা। হাতোয়ামা নির্বাচনের আগে ঘোষণা দেন, প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি নারীদের বাচ্চা নিতে উৎসাহিত করবেন। এ জন্য প্রতি পরিবারের প্রতি বাচ্চাকে বছরে ৩ হাজার ডলার করে দেয়া হবে। এছাড়া জাপানের প্রত্যেক বেকারকে মাসে ১ হাজার ডলার করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয়বারের মতো এ সম্পর্কে হাতোয়ামা বলেন, ‘ইতিহাস সৃষ্টির গুরু দায়িত্ব এবং ইতিহাস বদলে দেয়ার জন্য আমার মধ্যে উত্তেজনার মিশ্র অনুভূতি কাজ করছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এখন লড়াই শুরু।’ টোকিওর ‘সোফিয়া’ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোইচি নাকানো বলেন, ‘ডিপিজে’র উচিত খুব দ্রুত অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোর সর্বসম্মত তালিকা প্রস্তুত করা। কারণ নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে অসংখ্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে।’ তিনি বলেন, শুধু কিভাবে ভিন্ন শাসনের স্বাদ দেয়া যাবে সেটিই বিবেচ্য নয়, তাদেরকে প্রকৃত নীতিমালা নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, তারা হয়তো নবসূচনার একটি বছর নিশ্চিন্তে পার করতে পারবে। কিন্তু এর বেশি পারবে না।

এদিকে জাপানের পরাজিত প্রধানমন্ত্রী তারো আসো উত্তরসূরির প্রতি অর্থনীতিকে চাঙ্গা এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহবান জানিয়ে বুধবার অফিস ত্যাগ করেন। সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনে বিদায়ী রক্ষণশীল নেতা তারো আসো বলেন, তিনি মনে করেন, ব্যাপক অর্থনৈতিক পদক্ষেপের কারণে তিনি গর্ব করতে পারেন। জাপানকে রক্ষায় অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাঝপথে তাকে চলে যেতে হচ্ছে। আসো’র মন্ত্রিপরিষদ বুধবার সকালে পদত্যাগ করেছে এবং এর মধ্য দিয়ে জাপানে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির অর্ধশতকেওর বেশি সময়ের একটানা শাসনের অবসান ঘটলো এবং মধ্যবাম সরকারের জন্য দেশ শাসনের পথ উন্মুক্ত হল।